লিপি
পোর্ট ব্লেয়ার, শনিবার, ১১ আগষ্ট, ২০১৮
Port Blair• Saturday • August 11,2018
Arthik Lipi, Page 3

অমিত শাহ'র সভার দিনই রাজ্যজুড়ে কালা দিবস তৃণমূলের

বাংলায় ভাড়া করা প্লেয়ার নিয়ে আসছে বিজেপি: পার্থ

স্টাফ রিপোর্টার: কলকাতায় অমিত শাহের সভার দিনই বিজেপি বিরোধীতায় দলকে পথে নামার ডাক দিল তৃণমূল। রাত পোহালেই মমতার পাল্টা সভা করতে শহরে আসছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। আর শুক্রবার এনআরসি ইস্যুতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এমনকী অমিত শাহের সভাকে তীব্র কটাক্ষও করেন তিনি বলেন, 'এই রাজ্যে দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই, বাইরে থেকে ভাড়া করা প্লেয়ার নিয়ে আসছে। আসলে ওদের কোমড় ভেঙে গিয়েছে, মাটিও সরে গিয়েছে।' পাশাপাশি এনআরসি নিয়ে ফের রাস্তায় নেমে বিরোধীতার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্যের শাসকদল। এদিন তৃণমূল ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এনআরসির বিরুদ্ধে রাজ্য জুড়ে কালা দিবস পালন করা হবে।' এনআরসি ইস্যুতে রাজ্যের পুরসমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের নেতৃত্বে তৃণমূলের একটি প্রতিনিধি দল অসমে গেলে ফিরহাদ, সুখেন্দু শেখর রায় সহ এই প্রতিনিধিদলক 'নিগ্রহ' করার অভিযোগ উঠে। এর প্রতিবাদে এর আগেই দুদিন ধরে কালা দিবস পালন করে রাজ্যের শাসক দল। এবার খোদ গেরুয়া শিবিরের প্রধান সেনাপতির সভার দিনই ফের আরও একবার 'কালা দিবস'পালন করবে তৃণমূল। এনআরসি ইস্যুতেই এবার রাস্তায় নেমে বিজেপিকে চেপে ধরতে চাইছে জোড়াফুল শিবির। পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন,'কালো ব্যাজ, কালো পতাকা নিয়ে পথে নামবেন তৃণমূল কর্মীরা। হবে পথসভাও। দুদিন ধরে এই কালা দিবস পালন করা হবে।' শনিবার সারা রাজ্যজুড়ে 'কালা দিবস' পালনের ডাক দিলেও বাদ রাখা হচ্ছে কলকাতাকে। এদিনই শহরে সভা করবেন অমিত শাহ, তাই এই কর্মসূচী থেকে কলকাতাকে বাদ রাখছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। এদিন পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'কলকাতায় এই বিক্ষার দিবস হবে রবিবার। এটাই সৌজন্য।' তবে কোনওভাবেই যে এনআরসি নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে সুর নরম করবে না তৃণমূল এদিন তাও স্পষ্ট করে দেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। বলেন, 'নাগরিকপঞ্জি তৈরির নামে অমানবিকভাবে বাদ দেওয়া হচ্ছে বাঙালীদের। সুপ্রিম কোর্টকে সামনে রেখে কেন্দ্র ও অসম সরকার এই অগণতান্ত্রিক কাজ করছে। আমরা লড়াই ছাড়ছিনা।' তবে অমিত শাহের সভাস্থলে তৃণমূলের পতকা ও মমতা বন্দোপাধ্যায়ের ছবিতে মুড়ে ফেলা হয়েছে বলে অভিযোগ বিজেপির। সূত্রের খবর, তৃণমূলের পতাকা বা মমতা বন্দোপাধ্যায়ের ছবি না থুলতে ইতিমধ্যেই রাজ্য নেতৃত্বকে নির্দেশ দিয়েছেন খোদ অমিত শাহ। তবে এই ঘটনাকে গুরুত্ব দিতে নারাজ পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, 'একটা দল রাজ্যে ক্ষমতায় আছে, আর বিজেপি সভা করবে বলে আমাদের সব পোস্টার খুলে দিতে হবে? তবে অমিত শাহের সভার দিনই রাজ্যে মমতা বন্দোপাধ্যায় অনুপ্রবেশকে মদত দিচ্ছেন, বাংলায় অনুপ্রবেশ সবথেকে বেশী।' এমনকী সীমান্তে রাজ্যের পুলিশ অনুপ্রবেশ আটকাতে ব্যর্থ বলেও তোপ দাগেন দিলীপ ঘোষ।

রাজ্যজুড়ে দু'দিন কালা দিবসের ডাক দিলেও, অমিত শাহের সভাকে সামনে রেখে শনিবার কলকাতাকে কালা দিবস থেকে বাদ দেয় তৃণমূল, একে রাজ্যের শাসকদল সৌজন্য বলেও তা মানতে নারাজ গেরুয়া শিবির। বিজেপি রাজ্য সভাপতির প্রশ্ন, 'আমাদের সভাস্থলে অমিত শাহ গো-ব্যাক লেখা ব্যানার টাঙিয়ে কী সৌজন্য দেখাচ্ছে তৃণমূল?' তিন রাজ্য থেকে লোক এনে অমিত শাহের সভা ভরানোর অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল, তা নিয়েও জোড়াফুল শিবিরকে বিঁধলেন দিলীপ ঘোষ। বলেন, 'লক্ষ লক্ষ লোক ঝাড়খণ্ড থেকে বিহার থেকে চলে আসছে আর ওদের পুলিশ ঘুমোচ্ছে? বিশ্বাস্ত করছে তৃণমূল।' তবে লোকসভার আগে দুই শিবিরের হাইভোল্টেজ লড়াই পরস্পর পরস্পরকে একইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ দু'পক্ষই।

তৃণমূলের বিরুদ্ধে আমরা সবরকমভাবে প্রস্তুত: দিলীপ

স্টাফ রিপোর্টার: ফের তৃণমূলকে সংঘর্ষের হুঁশিয়ারি দিলীপ ঘোষের। শনিবার শহরে সভা করতে আসছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। আর সেদিনই রাজ্যজুড়ে এনআরসি নিয়ে 'কালা দিবস' পালনের ডাক দিয়েছে তৃণমূল। তবে হঠাৎ করে এই ধরনের কর্মসূচি আসলে বিজেপির সভা বাঞ্চালের 'ষড়যন্ত্র' বলে অভিযোগ বঙ্গ বিজেপির সেনাপতি দিলীপ ঘোষের। এদিন তিনি বলেন, 'অমিত শাহের সভার দিন রাজ্যজুড়ে কালা দিবস পালন করে আসলে আমাদের সভাকে ভন্ডুল করতে চাইছে তৃণমূল। জেলায় জেলায় কালা দিবসের নাম করে আমাদের কর্মীদের পথ আটকানোর চেষ্টা করবে তৃণমূল। শনিবার রেকর্ড মানুষ অমিত শাহের সভায় আসবে, আর তাতেই ভয় পেয়েছে ওরা।' এর আগেও একাধিকবার রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন দিলীপ ঘোষ। তা নিয়ে বিতর্কেও জড়িয়েছেন তিনি। তবে এদিনও একইভাবে কার্যত তৃণমূলকে হুঁশিয়ারী দেন তিনি।

তিনি বলেন, 'তৃণমূল যদি মনে করে এইভাবে নোংরামি করে বিজেপিকে আটকাবে, মনে রাখবেন আমরাও পাল্টা প্রস্তুত আছি। সবকরম ভাবে আমরা তৈরি। ব্যপক একটা সংঘর্ষ হবে। ওরা যদি সন্ত্রাস করে আমরাও পাল্টা প্রস্তুতি নিয়ে আছি, আর সেরকম কিছু হলে বিজেপি দায়ি থাকবে না।' শনিবারই রাজ্যজুড়ে এনআরসি নিয়ে কালা দিবস পালন করবে তৃণমূল। ইতিমধ্যে এই ইস্যুতে সংসদের ঘরে-বাইরে সুর চড়িয়েছে রাজ্যের শাসক দল। তবে অমিত শাহের সভার আগে তৃণমূলকে একইঞ্চি জমিও যে ছাড়া হবে না, পাল্টা রাজ্যেকে অনুপ্রবেশকারীদের 'মদতদাতা'র তকমা দিয়ে সুর চড়ান দিলীপ ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই আসমে এনআরসি হয়েছে, তবে বাংলায় এখনও হয়নি। কিন্তু এই রাজ্যে মমতা বন্দোপাধ্যায় অনুপ্রবেশকে মদত দিচ্ছেন, বাংলায় অনুপ্রবেশ সবথেকে বেশী।' এমনকী সীমান্তে রাজ্যের পুলিশ অনুপ্রবেশ আটকাতে ব্যর্থ বলেও তোপ দাগেন দিলীপ ঘোষ।

রাজ্যে ডেঙ্গু নেই, দাবি পুরমন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার: রাজ্যে কোথাও ডেঙ্গু নেই, শুক্রবার স্পষ্ট করে দিলেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। এদিন অজানা জ্বর আটকাতে আগাম সতর্কতা নিয়ে উত্তর ২৪ পরগনার পুরপ্রধানদের নিয়ে মহাকরণে বৈঠকে বসেন ফিরহাদ হাকিম। পরে তিনি বলেন, 'ডেঙ্গু প্রায় নেই। একটা-দুটো অজানা জ্বরের খবর আছে, তবে সেগুলোও বাইরে কাজ করতে গিয়েছিলেন এইধরনের মানুষদের মাধ্যমে এসেছে।'ইতিমধ্যেই রাজ্যের বেশ কয়েকটি পুরসভা এলাকায় ডেঙ্গুতে মৃত্যুর খবর এসেছে, তবে তা মানতে নারাজ পুরমন্ত্রী। পাল্টা তার বক্তব্য, 'কয়েকটা জায়গায় ডেঙ্গুতে মৃত্যুর খবর এসেছে, খবরগুলো ভুল খবর। বেশীরভাগটাই অজানা জ্বর।'তবে তা নিয়েও অজথা আতঙ্কের কিছু নেই বলে আশ্বস্থ করেছেন ফিরহাদ হাকিম। তাঁর বক্তব্য, 'আতঙ্কের কিছু নেই। অজানা জ্বর যেটা হচ্ছে, সেটা আবহাওয়ার জন্য। এটা নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই।' এদিন পৌরপ্রধানদের বৈঠকে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, 'পুরসভা গুলি খুব ভাল কাজ করছে গতবার যে কয়েকটা ঘটনা ঘটেছিল, এবার তাও ঘটবে না বলে আশা করছি। তবুও মানুষকে আগাম সচেতন করতে পুরসভাগুলিকে নিয়ে বসা হচ্ছে।' আগামী চলতি মাসের ১৪ তারিখ রাজ্যের সমস্ত পুরসভার পৌরপ্রধানদের নিয়ে ফের বৈঠকে বসবেন ফিরহাদ হাকিম। তাঁর বক্তব্য, 'সচেতন থাকতে ক্ষতি নেই। তাই সমস্ত পৌরপ্রধানদের সঙ্গে বৈঠকে বসব। মুখ্যমন্ত্রী আমাকে সেই নির্দেশ দিয়েছেন।' তবে যেকোনও পরিস্থিতিতে পুরসভাগুলিকে তৈরি থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও এদিন জানান ফিরহাদ হাকিম।

ফের রাতের শহরে পথ দুর্ঘটনা, আহত ১

স্টাফ রিপোর্টার: রাতের ফের রাতের শহরে অনিয়ন্ত্রিত গতির কবলে পড়ল এক ব্যাক্তি। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে একটি অজানা গাড়ির ধাক্কায় গুরুতরভাবে আহত হন এক ব্যক্তি। বৃহস্পতিবার রাত প্রায় সোয়া দুটো নাগাদ এ. সি. এভিনিউতে একটি দোকানের সামনে একটি দ্রুত গতিতে আসা গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত হন এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি। এরপর ঐ ব্যক্তিকে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, ঐ ব্যক্তির মাথায় গুরুতর আঘাত লেগেছে। এই ঘটনার পর দ্রুতগতিতে আসা ঐ গাড়িটির সন্ধানে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

ফল প্রকাশের দাবিতে আন্দোলনে ডিএলএড পড়ুয়ারা

স্টাফ রিপোর্টার: পশ্চিমবঙ্গ ডিএলএড ঐক্যের তরফ থেকে ডিএলএড বাঁচাও আন্দোলনের ডাক দেয় ডিএলএড পড়ুয়া এবং পাশ করা কর্মপ্রার্থীরা শুক্রবার মধ্যম ভবন মোড় থেকে মিছিল করে তারা পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। চার দফা দাবি নিয়ে তারা এই বিক্ষোভ দেখায়। অফিসের প্রেমিসেসের ভিতরে ঢুকতে গেলে পুলিশ বাধা দিলে সেখানে বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখায়। শুক্রবার যদি তাদের দাবি না মানা হয় তবে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে তারা।

অভিযোগকারীদের দাবি, জরুরি ভিত্তিতে ২০১৫-১৭ ও ২০১৬-১৮ ব্যাচের দ্বিতীয় বর্ষ ও চূড়ান্ত বর্ষের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করতে হবে। সেন্ট্রাল টিচার্স এলিজিবিলিটি টেস্টে বসার যোগ্য মর্যাদা দিতে হবে। প্রাইমারি টেট পরীক্ষার নির্মম প্রকাশ করতে হবে। পরবর্তী সেকশনগুলিকে অতি অবশ্যই দুই বছরের মধ্যে কোর্স শেষ করে স্যার্টিফিকেট প্রদান করে পরবর্তী নিয়োগ সরাসরি অংশগ্রহণ করার সুযোগ দিতে হবে ও অগ্রাধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে।

প্রসঙ্গত, এর আগেও ডিএলএড পড়ুয়ারা বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল। তা সত্ত্বেও তাদের সমস্যা সমাধান হয়নি। আন্দোলনকারী ইন্দ্রজিৎ ঘোষ বলেন, ২০১৫তে যারা ভর্তি হয়েছিল তাদের ২০১৭ সালে রেজাল্ট বেরিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু ২০১৮ সালেও তা বের হল না। আমরা আদালতে গেলাম আদালত রায় দিল ২ আগস্টের মধ্যে রেজাল্ট বের করতে হবে তা সত্ত্বেও রেজাল্ট বের করল না। সামনের মাসে ফিল-আপ পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপ হবে। তার আগে রেজাল্ট না বেরালে ১১ হাজার ডিএলএড পড়ুয়া বঞ্চিত হবে।

পিৎজায় পোকা, তদন্তে দমদম থানা

স্টাফ রিপোর্টার: নামী কোম্পানির পিৎজায় পাওয়া গেল পোকা। দমদম থানায় এই মর্মে দায়ের হল অভিযোগ। পুরসভা পিৎজায় নমুনা সংগ্রহ করেছে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানিয়েছে পুলিশ।

এর আগেও এই সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল বলে পুরসভার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। নাগেরবাজারের বাসিন্দা রূপা চক্রবর্তী অভিযোগে জানিয়েছেন, তিনি পিৎজা সংস্থায় পরশু দিন ফোন করে দুটো পিৎজা অর্ডার করেন। একটা সেদিন তিনি খেয়ে নেন। অপর একটি পিৎজা তিনি গতকাল রাতে ফ্রিজ থেকে বের করে মাইক্রোওভেন গরম করতে গিয়ে লক্ষ করেন তাতে পোকা কিলবিল করছে। তিনি এরপর পিৎজা সংস্থায় ফোন করে বিষয়টি জানান। কিন্তু তারা এর দায় তার উপরই চাপিয়ে দেয়। শুক্রবার সকালে দমদম থানায় অভিযোগ জানান রূপা চক্রবর্তী। দমদম থানার পক্ষ থেকে বিষয়টি দক্ষিণ দমদম পুরসভাকে জানাতে বলা হয়। পুরসভাকে বিষয়টি জানানো হলে পুরসভার উপপৌরপ্রধান বরুন নট্টা বলেন, আমরা অভিযোগ পেয়েছি। রূপা চক্রবর্তীর অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা তদন্ত শুরু করেছি। সংস্থার ফুড লাইসেন্স সহ অন্য কি লাইসেন্স আছে তা আমরা দেখতে চেয়েছি।

অটোচালকদের সঙ্গে আলোচনা করলেন কলকাতা ও বিধাননগর ট্রাফিক পুলিশ এবং আরটিও কর্তারা

স্টাফ রিপোর্টার: গত সোমবার সপ্তাহের প্রথম দিন, ব্যস্ততম দিনে উল্টোডাঙা হাডকো মোড় অবরোধ করেন সল্টলেকে আসা তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী সহ বিভিন্ন যাত্রীরা।

শুক্রবার উল্টোডাঙা ট্রাফিক গার্ডে অটোচালকদের সঙ্গে কথা বলেন কলকাতা ও বিধাননগর ট্রাফিক পুলিশ কর্তারা এবং আর টি ও কর্তারা। যাত্রীদের অভিযোগ, প্রতিনিয়ত অটো ভাড়ার বৃদ্ধি, সল্টলেকে যেতে না চাওয়া যাত্রীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা নিয়ে গত সোমবার সকালে উল্টোডাঙা হাডকো মোড়ে অবরোধ করে উল্টোডাঙা থেকে সল্টলেক, সেক্টর ৫ এ আসা যাত্রীরা। এই অবরোধের কারণে সপ্তাহের প্রথম দিনে রাস্তায় আটকে পড়ে প্রচুর মানুষ। বিভিন্ন গাড়িও দাঁড়িয়ে পড়ে। এরপর কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সেদিনের ঘটনার পর থেকে পুলিশের পক্ষ থেকে অটোচালক ইউনিয়নগুলোকে বিষয়গুলি দেখতে বলা হয়। শুক্রবার উল্টোডাঙা ট্রাফিক অফিসে অটোচালকদের সঙ্গে কথা বলতে ডাকা হয়। কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ কর্তারা বিধাননগর ট্রাফিক পুলিশ কর্তাদেরকেও ডাকেন। অটোচালকদের সঙ্গে কথা বলতে উত্তর ২৪ পরগণা আর টি ও কর্তারাও আসেন। অটোচালকরা জানান, আর টি ও কর্তারা ও পুলিশের পক্ষ থেকে জানতে চাওয়া হয়, উল্টোডাঙা থেকে সল্টলেকে যাওয়ার কতগুলি রুট পারমিট আছে। কতগুলি অটো চলে এই রুটে। তারা আরও জানান, অটোর নির্দিষ্ট রুট করে দিতে চাইছে ভেহিকেল থেকে। যেমন উল্টোডাঙা থেকে সিটি সেন্টার, উল্টোডাঙা থেকে করুণাময়ী, উল্টোডাঙা থেকে ১৩ নম্বর ট্যাঙ্ক সহ সল্টলেকের বিভিন্ন জায়গায় নির্দিষ্ট রুট করতে চাওয়া হচ্ছে। ভেহিকেল থেকে উল্টোডাঙা থেকে সল্টলেকের পারমিট দেওয়া হয়েছিল। এখন নির্দিষ্ট রুট করতে চাইছে। আরটিও কর্তা সিদ্ধার্থ রায় জানান, কত অটো চলাচল করে সেটা জানতে চাওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট রুট করে দেওয়ার জন্য রিপোর্ট জমা দেওয়া হবে। ভাড়া নিয়ে সমস্যা হচ্ছে সেই বিষয়টাও আরটিও জানান।

ডেঙ্গু দমনে নজরদারি বাড়াতে খালি জমিতে বোর্ড লাগাবে পুরসভা

স্টাফ রিপোর্টার: পরিত্যক্ত বা খালি জমি পড়ে রয়েছে কিন্তু মালিক বা দাবিদারের কোনও খোঁজ নেই। অথচ সেখানে ময়লা পড়ে রয়েছে। সেই ময়লা বা আবর্জনা পরিষ্কার করবে পুরসভা। তবে এমন খালি জায়গায় কলকাতা পুরসভার বোর্ড লাগানো হবে। সেই বোর্ডে থাকবে 'হেল্প লাইন' নম্বরও। যাতে ওই জমির দাবিদার বা মালিক যোগাযোগ করতে পারে, পুরসভার সঙ্গে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, ফাঁকা জমির মালিকের হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। সেক্ষেত্রে সেই জমিতে ময়লা পড়ে থাকলে তা পুরকর্তৃপক্ষই সাফাই করবেন। সেক্ষেত্রে বিষয়টি যদি ওই সংশ্লিষ্ট জমির মালিকের নজরে আসে তাহলে ওই পুরসভার বোর্ডে থাকা হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করতে হবে। জমা জল, আবর্জনা পড়ে থাকছে কোথায় কোথায় তা নিয়ে পুরসভার স্বাস্থ্য দফতর থেকে লাগাতার চলছে নজরদারি। ডেঙ্গু দমনে এমনই পদক্ষেপ নিতে চলেছে পুরসভা। শুধু বাড়ি বা রাস্তাঘাটই নয়, সবক্ষেত্রেই সচেতনতা চাইছে পুরসভা। তাই বিভিন্ন নির্মীয়মান সংস্থাগুলির সংগঠন, রেল, রাজ্যের সরকারি

সংস্থাগুলির সঙ্গে বৈঠক চলছে পুরসভায়। বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকারি এটি সংস্থার সঙ্গে পুরসভার মেয়র পারিষদ (স্বাস্থ্য) অতীন ঘোষের পৌরাহিত্যে বৈঠক করেন। সরকারি সংস্থাগুলির দফতরে কোথায় কোথায় জল জমতে পারে বা জঞ্জাল পড়ে থাকতে পারে তার একটি তালিকা করে ওই সংশ্লিষ্ট সংস্থার কাছে পাঠানো হয় বেশ কয়েকদিন আগে। সেই তালিকাতে থাকা প্রশ্ন গুলোর উত্তর নিয়ে সংস্থাগুলির সঙ্গে। তাই আইনি ব্যবস্থা নেবে পুরসভা। এমনকি জরিমানাও হতে পারে বলেও জানিয়েছে অতীনবাবু। পুরসভার স্বাস্থ্য দফতর মশার আঁতুড়ঘর হতে পারে বলেই জানিয়েছেন অতীনবাবু। তিনি মাঠে নেমে পড়েছে। এদিকে, গত এক মাসে ডেঙ্গুতে আক্রান্তে সংখ্যা ৭৩। এমনটাই দাবি করেন অতীনবাবু। তাঁর দাবি, গত বছরের তুলনায় এই বছরে ডেঙ্গু পরিস্থিতি ভালো। তবে আরও ভালো পরিস্থিতির জন্য সচেতন হতে হবে যাতে আবার না ফিরে আসে তার জন্যই বছরভোর চলছে অভিযান। মশাবাহিত রোগ দমনে ১৪৪টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার চালাচ্ছেন। অন্যদিকে, অনেক ক্ষেত্রেই পুরসভার কর্মীরা বাধাপ্রাপ্ত হন। অনেক সময় বাড়ির জঞ্জাল পরিষ্কার করতে বা ওষুধ ছড়াতে গিয়ে ওই বাড়ির লোকেরা সহায়তা করেন না পুরকর্মীদের সঙ্গে। তাই আইনি ব্যবস্থা নেবে পুরসভা। এমনকি জরিমানাও হতে পারে বলেও জানিয়েছে অতীনবাবু। পুরসভার স্বাস্থ্য দফতর বছরের প্রথম থেকেই ডেঙ্গু দমনে তৎপর হতে পারে বলেই জানিয়েছেন অতীনবাবু। তাঁর দাবি, গত বছরের তুলনায় এই বছরে ডেঙ্গু পরিস্থিতি ভালো। তবে আরও ভালো পরিস্থিতির জন্য সচেতন হতে হবে সবাইকে।' শহরে গত বছরে ডেঙ্গু অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে চলতি বছরের প্রথম থেকে কাজ করছে কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য দফতর। তবে বাড়িতে হোক বা অন্য কোনও জায়গায়, জমা জল রুখতে বার্তা দিলেন অতীনবাবু।